ত্বাগূত

প্রাসঙ্গিক কথাঃ ত্বাগূত বর্জন ঈমানের পূর্ব শর্ত। ঈমান জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ। ত্বাগূত বর্জন না করলে ঈমান গ্রহণ যোগ্য হবে না। আর ঈমান গ্রহণ যোগ্য না হলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। তাই আসুন! ত্বাগূত বর্জন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধান জেনে নেই।

বিধানঃ ১ = ত্বাগূত বর্জন করা প্রতিটি মানব ও দানবের ফরজ দায়িত্ব।

দলীলঃ আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ(36)

আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রাসূল পাঠিয়েছি। (এই বাণী দিয়ে যে) এক আল্লাহর দাসত্ব কর এবং সকল ত্বাগূতকে বর্জন কর। (তবে কোনো কালেই সকল মানুষ রাসূলের কথা মেনে নেয়নি। ফলে) আল্লাহ কাউকে (যারা ত্বাগূত বর্জন করেছে তাদেরকে) হেদায়াত করেছেন আর কারো উপর (যারা ত্বাগূত বর্জন করেনি তাদের উপর) অবধারিত হয়েছে বিভ্রান্তি। যমীনে বিচরণ কর, দেখ! (আল্লাহর বিধান) প্রত্যাখ্যান কারীদের কি পরিণতি হয়েছে। (১৬ নাহ'লঃ ৩৬)

দলীল পর্যালোচনাঃ এই দলীলটি আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত। তাই ইহা মেনে নেয়া ফরজ এবং অমান্য করা কুফর। এতে দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নেই।

বিধানঃ ২ = ত্বাগূত বর্জন ঈমানের পূর্ব শর্ত। ত্বাগূত বর্জন না করলে ঈমান কবুল হয় না।

দলীলঃ আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত।

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(256)

দ্বীন গ্রহনে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। (আল-কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ননার মাধ্যমে) বিভ্রান্তি আর হেদায়াত সম্পূর্ন রূপে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি সকল ত্বাগূতকে বর্জন করল এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনল সে এক মজবুত আদর্শ আঁকড়ে ধরল যা থেকে আর বিচ্ছিন্ন হতে নেই। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (বাক্বারাহঃ ২৫৬)

প্রাসঙ্গিক বিষয়ঃ মুসলিম হতে বা ইসলাম গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। তবে মুসলিম হবার পর অবশ্যই ফরজ কাজ করতে হবে এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

বিধানঃ ৩ = ত্বাগূতের বিচার বা শাসন স্বেচ্ছায় মেনে নেওয়া কুফর।

দলীলঃ আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا(60)

তাদের দেখনি? যারা মনে করেঃ তোমার উপর নাযিল কৃত এবং ইতিপূর্বে নাযিল কৃত (কিতাব ও বিধানের) প্রতি ঈমান এনেছে। আর বিচার নিয়ে যেতে চায় ত্বাগূতের (ইসলাম বিরোধী

নেতাদের) কাছে? অথচ তাদের আদেশ দেয়া হয়েছিল ত্বাগূতকে প্রত্যাখ্যান করতে। শয়তান তাদেরকে পরিপূর্ন ভাবে বিভ্রান্ত করে দিতে চায়। (নিসাঃ ৬০)

বিধানঃ ৪ = ত্বাগূতকে সমর্থন করাও কুফর। যে ব্যক্তি কোনো ত্বাগূতকে সমর্থন করল আল্লাহ্ তাকে লা'নত করেন।

দলীলঃ আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا(51) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا(52)

তাদের দেখনি, যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তথাপিও তারা **জিবত্** ও **ত্বাগুত**কে মেনে নিয়েছে আর কাফিরদের সম্পর্কে বলেছেঃ এরা মুঅমিনদের চেয়ে **অধিক সঠিক**। আল্লাহ এদের লা'নত করেছেন। আল্লাহ যাদের লা'নত করেন তাদের সাহায্য করার কেউ নেই। (নিসাঃ ৫১-৫২)

জ্ঞাতব্যঃ কাজটি করেছিল একদল ইয়াহুদ আলিম। মক্কার মুশরিকরা বদর যুদ্ধে পরাজিত হবার পর জন সমর্থন ধরে রাখার জন্য এক বিরাট উলামা সম্মেলনের আয়োজন করে। কায়া'ব বিন আশরাফ সহ মদীনার কয়েকজন ইয়াহুদী আলিম এতে যোগদান করেছিল। ইয়াহুদ আলিমরা মক্কাহ সফরে এসে..

- মক্কা বাসীর প্রথা মত তাদের মুর্তি, সৌধ ও জাতীয় স্থাপনা সমূহ পরিদর্শন করেছিল। আয়াতে এসবকে **জিবত** বলা হয়েছে।
- ইয়াহুদ আলীমগণ মক্কার মুশরিকদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছিল। যারা ছিল **ত্বাগূত** ।
- ইয়াহুদ আলীমগণ মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীদের বিরোদ্ধে ফতোয়া দিয়ে বলেছিলঃ এরা বিভ্রান্ত এবং মক্কার লোকেরা এদের চেয়ে সঠিক।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ঃ যেসব আলিম কাফির মুশরিকদের সমর্থন করে, জিবত ও ত্বাগূতকে মেনে নেয় এবং যারা ইসলামের জন্য কাজ করে তাদের বিরোদ্ধে ফতোয়া দেয় (যেমন আজকাল অনেকেই করছে) আল্লাহ তাদের লা'নত করেন। কোনো মুসলিম ত্বাগূতকে সমর্থন করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। সে হয়ে যায় মুনাফিক।

বিধানঃ ৫ = ত্বাগূতের সাথে নৈতিক বা আদর্শিক সম্পর্ক রাখাও কুফর।

দলীলঃ আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত।

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(257)

আল্লাহ মুঅমিনদের ওয়ালী। তাদের বের করে আনেন অন্ধকার (কুফর) থেকে আলোতে (ঈমানে)। আর যারা কুফর করে তাদের ওয়ালী হয় ত্বাগুত (ইসলাম বিদ্বেষী নেতারা,) যারা বের করে আনে আলো (ঈমান) থেকে অন্ধকারে (কুফরে)। তারা (ত্বাগুত ও তার অনুসারীরা) জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (বাক্বারাহঃ ২৫৭)

প্রাসঙ্গিক কথাঃ আল্লাহর বিধানের বাহিরে গিয়ে অন্যকে ওয়ালী বানানো কুফর। বিষয়টি সম্পর্কে ধারনা দেবার জন্য নিম্নে ওয়ালীর সংজ্ঞা ও সংক্ষিপ্ত বিধান তুলে ধরা হলঃ

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ বদ্ধ থাকা মানুষের স্বভাব। এক সাথে একই সমাজে বাস করতে গিয়ে মানুষ সাধারণত পরস্পরে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। একে অপরের আপন হয়ে যায়। এমন সম্পর্ককে বলা হয় বন্ধুত্ব।

ইসলাম সর্বকালীন সার্বজনীন। ইসলামই মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। জীবনের সকল বিষয়ে মৌলিক নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছে ইসলাম। বন্ধুত্ব মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয়। তাই ব্যাপারটি এড়িয়ে যায়নি ইসলাম। শারীয়া'হ বিধান মতে বন্ধুত্বের কয়েকটি ধাপ রয়েছে। যথাঃ

ক. সাধারণ বন্ধু, রাফিক্বঃ রাফিক্ব অর্থ কোমল, নমনীয়।
চলার পথে, কর্মক্ষেত্রে বা সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষের মাঝে পরস্পরে সম্পর্ক গড়ে উঠে। এক সময়ে এই সম্পর্ক হৃদ্যতায় রূপ নেয়। মানুষ তখন একে অন্যের প্রতি কোমল ও নমনীয় হয়ে যায়। এমন সম্পর্কের উপর গড়ে উঠা বন্ধুকে বলা হয় সাধারণ বন্ধু, রাফিক্ব।

খ. বিশ্বস্থ বন্ধু, সাদীক্বঃ সাদীক্ব অর্থ বিশ্বস্থ।
ধীরে ধীরে মানুষের সম্পর্ক আরো গভীর হয় এবং একে অন্যকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে একে অপরকে বিশ্বাস করে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও শামিল করে নেয়। এমন বন্ধুকে বলে সাদীক্ব, বিশ্বস্থ বন্ধু।

রাফিক্ব ও সাদীক্ব এই দুই ধরনের বন্ধুত্বের মূলভিত্তি মানবতা। মানুষ হিসাবে যে কারো সাথে এমন বন্ধুত্ব হতে পারে। এতে শারীয়া'হ কোনো বাধা নিষেধ আরোপ করেনি।

গ. অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আদর্শিক বন্ধু, খালীলঃ খালীল অর্থ অতি আপনজন, একান্ত বন্ধু, আদর্শিক বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু।
দিনে দিনে মানুষের সম্পর্ক আরো গভীর হয়। এক সময় বন্ধুত্বের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু অন্য বন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এমন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বলে খালীল, একান্ত বন্ধু বা আদর্শিক বন্ধু।

এমন বন্ধুত্বের মূল ভিত্তি আদর্শিক, আন্তরিক ও একনিষ্ঠ ভালবাসা। এমন বন্ধুত্ব সবার সাথে করা ভাল নয়। মন্দলোকের সাথে এমন সম্পর্ক করলে বিভ্রান্তির সম্ভাবনাই বেশী। তাই রাসূল সাঃ এমন বন্ধুত্বের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন। বর্নিত হয়েছেঃ
আবু-হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্নিত, রাসূল সাঃ বলেছেনঃ মানুষ তার খালীলের আদর্শে আদর্শবান হয়। তাই মানুষকে ভাবতে হবেঃ কাকে সে খালীল বানাবে। (আহমদ, আবু-দাউদ, তিরমিযী। ইমাম নববী বলেছেনঃ হাদীছটি সাহীহ।)

ঘ. ওয়ালীঃ ওয়ালী অর্থ মিত্র, অভিভাবক, দায়িত্বশীল।
বন্ধুত্বের সম্পর্ক যখন এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, এক বন্ধু আরেক বন্ধুর দায় ভার নিতে বা বন্ধুর জন্য কোনো ঝামেলায় জড়াতেও দ্বিধা করে না। অর্থাৎ যে বন্ধুত্বের সাথে অভিভাবকত্ব সহ অনেক দায় ভার এসে যায়। এমন বন্ধুকে বলে ওয়ালী।

ওয়ালী কোনো..
- ✓ ব্যক্তি হতে পারে,
- ✓ পরিবার হতে পারে,
- ✓ সম্প্রদায় হতে পারে,
- ✓ জাতি হতে পারে
- ✓ রাষ্ট্র হতে পারে।

ওয়ালীর সাথে সামাজিক অভিভাবকত্ব জড়িত। সামাজিক চুক্তি, শান্তি চুক্তি, সামরিক চুক্তি, ইত্যাদির মাধ্যমেও পরস্পরের ওয়ালী হওয়া যায়। ওয়ালী হবার অনেক পদ্ধতি ও সূত্র রয়েছে। যেমন...
- ➢ জন্ম সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ বাপ সন্তানের ওয়ালী।
- ➢ সামাজিক সূত্রে মানুষ একে অপরের ওয়ালী হয়। যেমনঃ স্বামী স্ত্রীর ওয়ালী, সরকার জনতার ওয়ালী।
- ➢ কোনো কাফির, মুশরিক, নাস্তিক বা মুরতাদ (যতই আপন হক না কেন) মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারবে না।

চুক্তির মাধ্যমেও একে অপরকে ওয়ালী বানানো যায়। ওয়ালী বানানোর জন্য..
- ✓ ব্যক্তি ব্যক্তির সাথে চুক্তি করতে পারবে,

- ✓ এভাবে পরিবার পরিবারের সাথে,
- ✓ সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের সাথে,
- ✓ জাতি জাতির সাথে
- ✓ এবং রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করে একে অপরকে ওয়ালী বানাতে পারবে।

ইসলামী বিধান মতে ওয়ালী হবার বা ওয়ালী বানাবার মূল ভিত্তি ঈমান। মুসলিম ব্যক্তি শুধু ঈমানের ভিত্তিতেই কারো ওয়ালী হতে পারবে বা কাউকে ওয়ালী বানাতে পারবে।
কাফির, মুশরিক বা মুনাফিক কোনো মুঅমিনের ওয়ালী হতে পারে না। এদের সাথে ওয়ালীর সম্পর্ক রাখা পাপ ও বিভ্রান্তির পথ। প্রকৃত মুঅমিন না হলে আপন বাবা, মা, ভাই, বোনদের সাথেও এমন সম্পর্ক রাখতে বারন করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(23)

মুঅমিনগণ! তোমাদের বাবা-মা, ভাইবোন ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশী ভালবাসলে তাদের ওয়ালী বানিও না। যে তাদের ওয়ালী বানাবে সে জালিম (অপরাধী) হিসাবে গণ্য হবে। (৯ তাওবাহঃ ২৩)

সুতরাং...

- ➢ কাফির পিতা মুসলিম সন্তানের ওয়ালী হয় না। তাই মুসলিম সন্তান মারা গেলে কাফির পিতা তার সম্পদের অংশ পায় না।
- ➢ কাফির সন্তান মুসলিম পিতা মাতার ওয়ালী হয় না। তাই মুসলিম পিতা মাতা মারা গেলে কাফির সন্তান তাদের সম্পদে অংশ পায় না।
- ➢ কাফির স্বামি মুসলিম স্ত্রীর ওয়ালী হয় না। তাই কোনো মুসলিম নারীর স্বামী মুরতাদ হয়ে গেলে অথবা কাফিরের স্ত্রী মুসলিম হয়ে গেলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যায়। এই স্ত্রী তালাক ছাড়াই অন্য মুসলিমকে বিয়ে করতে পারে।

বিধানঃ ৬ = কোনো ত্বাগূতকে ওয়ালী বানানো কুফর। যে মুসলিম ত্বাগূতকে ওয়ালী বানাল তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়, সে হয়ে যায় মুনাফিক।

দলীলঃ আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত।

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا(138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا(139)

মুনাফিকদের সংবাদ দাও, তাদের তরে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। যারা মুঅমিনদের বদলে কাফিরদের ওয়ালী বানায়। তারা কি এদের কাছে ইজ্জত চায়? আসলে সকল ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। (নিসাঃ ১৩৮,১৩৯)

বিধানঃ ৭ = ত্বাগূতের জন্য যুদ্ধ করা বা ত্বাগূতের পক্ষে সংগ্রাম করাও কুফর।

দলীলঃ আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত।

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا(76)

মুঅমিনরা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে ত্বাগূতের পথে। শয়তানের আওলিয়াদের সাথে যুদ্ধ কর। শয়তানের চক্রান্ত খুবই দুর্বল। (নিসাঃ ৭৬)

স্বারকথাঃ সুতরাং যে বা যারা...

- ত্বাগূত বর্জন করল না
- ত্বাগূতকে সমর্থন করল
- ত্বাগূতকে মেনে নিল
- ত্বাগূতের সাথে নৈতিক বা আদর্শিক সম্পর্ক রাখল
- কোনো ত্বাগূতকে ওয়ালী বানাল
- ত্বাগূতের বিচার বা শাসন স্বেচ্ছায় মেনে নিল
- ত্বাগূতের পক্ষে সংগ্রাম করল।
- তথা উল্লেখিত কাজ সমূহের যে কোনো একটি কাজ করল;

সে কুফর করল। কোনো মুসলিম এমন করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে। সে হয়ে যাবে মুনাফিক। মুনাফিক চির জাহান্নামী। মুনাফিকের জন্য নিম্নতম জাহান্নাম। পরকালে মুনাফিকের জন্য শাফায়া'ত করতেও কাউকে অনুমতি দেয়া হবে না। এমনকি মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযা পড়া বা তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ।

(মুনাফিক সম্পর্কে জানতে দেখুনঃ আমাদের ইসলাম শিক্ষা সিলেবাসের ৪র্থ বই "ঈমানের উপর অবিচল থাকা"র "নিফাক্ব ও মুনাফিক্বী" অধ্যায়।

ত্বাগূত পরিচিতিঃ ত্বাগূত এর মূল শব্দ "ত্বুগ'ইয়ান" অর্থ অবাধ্যতা। ত্বাগূত অর্থ অবাধ্য। আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ ও নীতিকে ত্বাগূত বলা হয়। সবচেয়ে বড় ত্বাগূত শয়তান। পবিত্র কুরআনে ইয়াহুদ নেতা কায়া'ব বিন আশরাফ সহ ইসলাম বিদ্বেষী নেতাদেরকেও ত্বাগূত বলা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের অনেক জাগায় ইসলাম বিরোধী নেতাদেরকে প্রতি ইঙ্গিত করে ত্বাগূ'ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। *(যেমনঃ বাক্বারাহঃ ২৫৭, নিসাঃ ৬০, ইত্যাদি)*

অনেক জাগায় ইসলাম বিরোধী মতবাদ ও আদর্শ বুঝাতে ত্বাগূ'ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। *(যেমনঃ নিসাঃ ৭৬, বাক্বারাহঃ ২৫৬, ইত্যাদি)*

আবার অনেক জাগায় মুর্তি বুঝাতে ত্বাগূ'ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। *(যেমনঃ যুমারঃ ১৭, ইসাঃ ৫১, ইত্যাদি)*

কিছু কিছু জাগায় ইসলাম বিরোধী নেতা, শক্তি, মুর্তি, শয়তান ইত্যাদি সবক অপশক্তি বুঝাতে ত্বাগূ'ত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। *(যেমনঃ নাহালঃ ৩৬, নিসাঃ ৭৬, ইত্যাদি।)*

লেখক..
মুফতী শরীফ মুহাম্মদ সাঈদ
মুফতী, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদ।
23.04.2020
30 sha'ban 1441 H